দৈনিক ইত্তেফাক

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 30 MAY 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬

২২৯

সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করুন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির অপসারণ চাই

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (বুধবার) জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান তাহার সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপর আক্রমণকারী চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করিয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

(১১শ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

আব্বাস আলী খান

(১ম পৃ: পর)

ভাইস চ্যান্সেলর মনিরুজ্জামান মিয়া স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করিলে তাঁহাকে অপসারণের দাবী জানান।

কিভাবে একজন জাতীয় নেতার জীবনের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটিল, কাহারা ঘটনার সহিত জড়িত, কাহাদের অবহেলায় এহেন ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিতে পারিল তাহা চিহ্নিত করিয়া উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানান। জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীর দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য, ঐক্যবদ্ধভাবে কার্যকর প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য সকল দেশপ্রেমিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি এই ঘটনায় সরকারের ভূমিকায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন, একটি জঘন্য হত্যা প্রচেষ্টা যে চালানো হইয়াছিল তাহা সরকারও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ একজন জাতীয় নেতাকে হত্যা প্রচেষ্টার খবর দেশের জনগণকে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে জানিতে হইয়াছে। প্রথম দিন টেলিভিশন খবর প্রচার করে নাই। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কাহাকেও গ্রেফতার করা হয় নাই। ফলে জনমনে আজ প্রশ্ন সৃষ্টি হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কি স্বায়ত্তশাসনের অধীনে আছে, বিশ্ববিদ্যালয় কি দেশের আইনের বাহিরে। তিনি বলেন, কতিপয় সন্ত্রাসীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-কর্মচারীগণ জিম্মি হইয়া থাকিতে পারে না। তিনি বলেন, ভাইস চ্যান্সেলর আইন শৃংখলারক্ষাকারী সংস্থার স্মরণাপন্ন হন নাই। পরিস্থিতিকে সন্ত্রাসীদের হাতেই ছাড়িয়া দেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, পত্রিকায় প্রকাশিত খবর ও ছবিতে ইহা পরিষ্কার যে, বাকশাল, আওয়ামী লীগ, কমিউনিষ্ট পার্টি এবং জাসদের একাংশের ছাত্র সংগঠনগুলি একযোগে এই আক্রমণ চালায়। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ তাহাদের ছাত্র সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত সন্ত্রাসীদের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কতখানি সোচ্চার হন এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস দমনে কতটুকু আন্তরিক তাহা দেশবাসী গভীরভাবে নজর রাখিতেছে। গত মঙ্গলবার মানিকগঞ্জ ও কুমিল্লায় শিবির কর্মীদের উপর অন্যায়ভাবে যে আক্রমণ চালাইয়াছে— সেখানেও আমরা ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছি। আমাদের গণতান্ত্রিক চরিত্র আশাকরি কেউ দুর্বলতা মনে করিবেন না। তাছাড়া ধৈর্যেরও সীমা আছে।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, এ ঘটনার ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা লক্ষ্য করিতেছি—উহার পর বিএনপি সরকারকে সমর্থন না করা এবং প্রয়োজনবোধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবী বিষয় বিবেচনা করিব। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশ হইতে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতন হইলেও স্বৈরাচার আজও উৎখাত হয় নাই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আহুত বৈঠকে বিএনপি'র কোন প্রতিনিধি কেন যোগদান করেন নাই তাহা আমাদের জানা নাই। সাংবাদিক সম্মেলনে দলের প্রচার সম্পাদক কামরুজ্জামান, নগর কমিটির আমির আব্দুল কাদের মোল্লা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্র শিবিরের স্মারকলিপি পেশ

মাওলানা নিজামীর উপর হামলাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে ইসলামী ছাত্র শিবির গতকাল (বুধবার) প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করিয়াছে। স্মারকলিপিতে নিজামীর ওপর হামলার ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী করা হয়।

গতকাল পূর্বাহ্নে স্মারকলিপি পেশের পূর্বে ছাত্র শিবির বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে এক সমাবেশের আয়োজন করে। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, অতীতের মত বর্তমান সরকার যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিচার করিতে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে জনগণ ক্ষমা করিবে না। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মদ আমিনুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে আবুজাফর মুহাম্মদ, মুজিবুর রহমান, কামরুল আলম প্রমুখ বক্তৃতা করেন। শিবির সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেন, মাওলানা নিজামীর ওপর আওয়ামী-বাকশালীরা হামলা চালাইয়াছে। তিনি বলেন, অবশ্যই ভিসিকে পদত্যাগ করিতে হইবে। সমাবেশ শেষে ছাত্র শিবিরের একটি মিছিল সচিবালয়ের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এই সময় সংগঠনের সভাপতির নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করে।